আদার কন্দ পঁচা রোগ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

রোগ পরিচিত

কন্দ পঁচা রোগ আদা ফসলের ছত্রাকজনিত একটি রোগ। *Fusarium oxysporium f.sp zingiberi, Pythium spp.* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এটি মাটি ও বীজ বাহিত রোগ। বৃষ্টিপাতজনিত রসালো মাটি ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। এ রোগের আক্রমণে আদার ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে এবং জমিতে এ রোগ দেখা দিলে কন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আদা ফসলের ক্ষেত সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও এতে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে।

ক্ষতির লক্ষন:

এ রোগের আক্রমণে প্রথমে গাছের নিচেরদিকে পাতার প্রান্তভাগে হালকা হলুদাভ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং পত্রফলকের দিকে বিস্তার লাভ করে। পাতার মধ্যভাগ সবুজ থাকলেও পাতার কিনারায় ক্রমশ হলুদ হতে থাকে। পরে আস্তে আস্তে পুরো পাতা হলুদ হয়ে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে ও মাটির নিচের কন্দ আক্রান্ত হয়ে পচন শুরু হয় এবং পচন ক্রমে কন্দে ও শিকড়ে ছড়িয়ে পড়ে ফলে কন্দ নরম হয়ে পঁচে যায়। আক্রান্ত গাছ ধরে টান দিলে সহজে উঠে আসে।

ছবিঃ আক্রান্ত গাছ ও কন্দ

সমন্বিত বালাই ব্যাবস্থাপনা:

- একই জমিতে বার বার আদা চাষ করা যাবে না।
- রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগমুক্ত পুষ্ট বীজ আদার কন্দ হিসেবে রোপন করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ কন্দসহ সম্পূর্ণ তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- আদা লাগানোর পূর্বে জমিতে ধানের/কাঠের গুড়া ও খড় দিয়ে আগুন লাগিয়ে জমিকে শোধন করতে হবে।
- হেক্টর প্রতি নিম খৈল ২ টন/হেক্টর প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপনের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড বা ১ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন মিশ্রিত দ্রবণে বীজ কন্দ ৩০ মিনিট ডুবিয়ে ছায়ার নিচে শুকিয়ে রোপন করতে হবে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে (শ্রাবণ-ভাদ্র) যখন আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ব্লাইটিক্স ৫০ বা ব্লু-কপার (কপার অক্সি-ক্লোরাইড ৫০% ডব্লিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম বা রিডোমিল গোল্ড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে মাটির সংযোগস্থলে ১৫-২০ দিন পর পর গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য:
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।